গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন -১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০১.১৮.১১২৪

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪২৬ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয় : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 'সড়ক খনন নীতিমালা' প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১. স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০১.১৮.৮৪৮, তারিখ: ১৫ জুলাই ২০১৯;
২. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্মারক ৪৬.২০৭.০০০.০১.০০.১১.২০১৯, তারিখ: ২১ জুলাই ২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে নাগরিক সেবা প্রদানকারী প্রায় সকল সংস্থার (ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিটিসিএল, তিতাস গ্যাস ইত্যাদি) প্রতিনিধি সমন্বয়ে ধারাবাহিক সভার পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট ৩টি মন্ত্রণালয় ও ৭টি সংস্থার মতামত/ সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯ ও সড়ক খননের নির্ধারিত Standard Operating Procedure (SOP) চূড়ান্ত করা হয়।

২। উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীতে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক সড়ক খননের পাশাপাশি খনন পরবর্তী মেরামত কাজ করা সম্ভব হলে (ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে) জনভোগান্তি ও প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানো হবে। হালনাগাদ সড়ক খনন নীতিমালায় এ বিষয়টি সংযোজনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এডিজি) মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। উক্ত নীতিমালার আলোচ্য অনুচ্ছেদটি কোন প্রত্যাশী সংস্থা আগ্রহী হলেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য হবে। বর্তমানে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ আদায় এবং সড়ক মেরামতের প্রচলিত নিয়ম এতে বিলোপ করা হয়নি। তবে সড়ক খনন পরবর্তী মেরামত কাজের মান নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালার আলোচ্য অনুচ্ছেদে "পুনঃনির্মাণ/মেরামত কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হয়েছে কিনা, তা যৌথ জরিপের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে" মর্মে নির্ধারণ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য, চূড়ান্তকৃত নীতিমালার বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি।

৩। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত সড়ক খনন নীতিমালাটি অবিলম্বে জারিপূর্বক অনুসরণের জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
☑ অ প্র প্রঃ-
☐ ত প্রঃ-
☐ প্রকল্প পরিচালক
☑ নি প্রঃ
☐ অ...
তাং-

আ. ন. ম. ফয়জুল হক
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পরিকল্পনা ও নকশা বিভাগ
☐ সহঃ প্রঃ-১
☑ সহঃ প্রঃ-২
☐ উঃ সঃ
তাং-

ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা- ২০১৯

এবং

সড়ক খননের প্রমিত শর্তাবলী বা Standard Operating Procedure (SOP)

১। **নীতিমালার উদ্দেশ্যাবলি ও কলাকৌশল:**

ঢাকা মহানগরীতে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি অনেকগুলো সংস্থা নগরবাসীকে প্রতিনিয়ত সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সময় সেবা প্রদানসহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে ইউটিলিটি ও সেবা লাইনসমূহ নতুন স্থাপন, পুনর্বাসন, সংস্কার ও মেরামত কাজে নগরীর বিভিন্ন সড়ক খনন করে থাকে। খনন এবং তৎপরবর্তী মেরামতে সমন্বয় সাধন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রায়ই জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জনদুর্ভোগ লাঘবে পরিকল্পিত এবং উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সড়ক খননের কাজ বাস্তবায়ন, নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন, খননকৃত সড়কের পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিতকল্পে পূর্ববর্তী সড়ক খনন নীতিমালা ২০০৩ পরিবর্তন করে সড়ক খনন নীতিমালা-২০১৯-প্রণয়ন করা হল।

১.১। **ইউটিলিটি সার্ভিসের As-built নকশা প্রণয়ন:**

সড়ক খননের আবেদন বিবেচনাকালে উক্ত সড়কের নিচে পানি, পয়ঃপ্রণালী, ড্রেনেজ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলি কমিউনিকেশন, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি ভূ-গর্ভস্থ সার্ভিসেস ব্যবস্থায় Installation alignment সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্য উল্লিখিত বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস কর্তৃক তাদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা সিটি কর্পোরেশনের চাহিদা মোতাবেক প্রদান করতে হবে। আধুনিক জরিপ পদ্ধতিতে GIS based survey করে ইউটিলিটি সার্ভিসেস As-built নকশা প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.২। **সড়ক নেটওয়ার্কের As-built নকশা সংরক্ষণ:**

সড়ক খননের অনুমতি প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট সড়কের As-built নকশা, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্য বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত এবং সিটি কর্পোরশনের নিকট হস্তান্তরকৃত সড়কের As-built নকশা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে। যে সকল সড়কের As-built নকশা নেই সেগুলোর হস্তান্তর দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনে সরেজমিনে দেখে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক As-built নকশা প্রণয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.২.১। **সড়ক খনন কাজে মহাপরিকল্পনা এবং বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়:**

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়ন/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনে সড়ক খননের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান) প্রণয়ন করতে হবে এবং তা সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করতে হবে। এ মহাপরিকল্পনা সময়াবদ্ধ হবে। এ মহাপরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প ভিত্তিক এবং বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাও সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করতে হবে। মহাপরিকল্পনা, প্রকল্পভিত্তিক এবং বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খননজনিত জনদুর্ভোগ লাঘবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১.২.২। কর্পোরেশন এলাকায় যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পে সড়ক খননের কোন পরিকল্পনা থাকলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা তা প্রকল্প প্রণয়নকালে সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করবে।

১.২.৩। প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী/প্রত্যাশী সংস্থা এপ্রিল মাসের পূর্বে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সিটি কর্পোরেশনের যে সকল রাস্তায় খননের প্রয়োজন রয়েছে তার তালিকা প্রেরণ করবে।

১.২.৪। সিটি কর্পোরেশন বছরে কমপক্ষে দু'বার সকল ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও ট্রাফিক পুলিশসহ সভা করে বিভিন্ন সংস্থার বাৎসরিক খনন পরিকল্পনা সংগ্রহ ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নিবে।

১.২.৫। কর্পোরেশনের কোন সড়কে কোন সংস্থা কর্তৃক খননের অনুমতি প্রার্থনা করা হলে কর্পোরেশন হতে অন্যান্য সংস্থার নিকট উক্ত সড়কে তাদের কোন খনন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা- সে সংক্রান্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করবে। কোন সংস্থা কর্তৃক এতদসংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান না করা হলে উক্ত সড়কে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কোন খনন পরিকল্পনা নেই বলে গণ্য হবে এবং কর্পোরেশন হতে উক্ত অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট সড়কে অতিজরুরী ক্ষেত্র ব্যতীত নতুন করে খননের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

১.৩। **সড়ক খনন কর্মসূচি, পদ্ধতি, বাস্তবায়ন, জামানত ইত্যাদি:**
সড়ক খননের আবেদনে প্রস্তাবিত খননের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, খনন পদ্ধতি, খনন কাজে নিয়োজিত যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ইত্যাদির অংগভিত্তিক বিররণী উল্লেখ থাকতে হবে। সিটি কর্পোরেশন উক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রত্যাশী সংস্থাকে অবহিত করবে। এ প্রসঙ্গে আবেদনকারী ব্যক্তি/সংস্থাকে নিম্নোক্ত নকশা ও তথ্য আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে:

১.৩.১। প্রস্তাবিত খনন কাজে সড়ক/সাইটের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সহকারে খননের Trench plan এবং Protection measures, গভীর খননের ক্ষেত্রে Shoring plan তৈরি করে দাখিল করতে হবে।

১.৩.২। খনন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (Tools & equipment) বিবরণী এবং Bar chart এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ কাজের Detailed work plan আবেদনকৃত বা প্রদত্ত/নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নিয়মিত সেগমেন্টওয়ারি খননযোগ্য সড়কের দৈর্ঘ্য, ইউটিলিটি সার্ভিসেস স্থাপন, সড়কের পুনর্বাসন ইত্যাদির পর্যায়ক্রমিক (Phasing) বিবরণী দাখিল করতে হবে।

১.৩.৩। **খননকৃত মাটি/রাবিশের Removal plan:** কোথায় এবং কিভাবে উত্তোলিত মাটি/রাবিশ অপসারিত হবে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং এ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকাসহ Removal plan এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন Trench এর দুই পার্শ্বে মাটি/রাবিশ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে অপসারণের ব্যবস্থা থাকে। একটি Segment এর খননকৃত মাটি/রাবিশ অপসারণ না করা পর্যন্ত পরবর্তী Segment এর খনন কাজ শুরু করা যাবে না এবং সম্পূর্ণ মাটি/রাবিশ অপসারণের পূর্বে সাইটে পাইপ, ক্যাবল ইত্যাদি আনা বা মজুদ করা যাবে না। ২৪ ঘন্টার মধ্যে সাইট থেকে উত্তোলিত মাটি অপসারণ করা না হলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা/নিয়োজিত প্যানেল ঠিকাদার কর্তৃক অপসারণপূর্বক জামানত থেকে যাবতীয় ব্যয় দ্বিগুণ হারে কর্তন করা হবে।

১.৩.৪। ভবন নির্মাণকারী সংস্থা/বাড়ির মালিক কর্তৃক বাড়ি নির্মাণের প্রারম্ভে সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করবে এবং সড়ক উন্নয়নের পূর্বে সকল ইউটিলিটি সার্ভিস গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পত্র/প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নাগরিকদের সচেতন করে তুলতে হবে।

১.৩.৫। **খননকৃত সড়কের Rehabilitation plan:** এক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়াদি অবশ্যই পালনীয় হবে:

(ক) খননকৃত Trench বালি দ্বারা যথাযথভাবে ভরাট ও Compaction করতে হবে;

(খ) বালি ভরাটকৃত Trench এর উপর Brick soling ও Herring bond করে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে দিতে হবে;

(গ) কাজ শেষে খননকৃত সড়কের আশপাশসহ Surface drain ধুয়ে মুছে যথাযথভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে, যাতে দৃশ্যত রাস্তাটিতে কাজ আরম্ভের পূর্বের অবস্থা বিরাজ করে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করা না হলে জামানত আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করা হবে;

(ঘ) খননকারী সংস্থা কর্তৃক রাস্তা খননের সময় সাইটে অবশ্যই অনুমতিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ ট্রাফিক বিভাগকে চাহিবামাত্র ইহা প্রদর্শন করতে হবে। ট্রাফিক বিভাগ অবৈধ খননের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং এরূপ পরিলক্ষিত হলে সিটি কর্পোরেশন কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে সড়ক খনন করা হলে মূল ক্ষতিপূরণের ৫ (পাঁচ) গুণ হারে ফি প্রদান করতে হবে।

১.৩.৬। সড়ক খনন ফি এর সাথে কর্পোরেশনের নিয়ম মোতাবেক সকল সংস্থাকে ১০০% জামানত প্রদান করতে হবে। নিয়ম মোতাবেক সড়ক খনন সম্পন্ন হলে প্রত্যাশী সংস্থার আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে কর্পোরেশন জামানত ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা নিবে। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক নীতিমালায় বর্ণিত নিয়মাবলি লঙ্ঘিত হলে আদায়যোগ্য জরিমানা জামানত হতে সমন্বয় করা হবে।

আ ন ম ফয়জুল
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১.৪। **খননের সময়:**

১.৪.১। সড়ক খননের আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিকে খনন কাজের জন্য ১৫ দিনভিত্তিক সেগমেন্টওয়ারি খননের অনুমতি দেয়া যাবে। ১৫ দিনের অধিক ব্যাপ্তির খননের জন্য সম্পূর্ণ খনন কাজকে ১৫ দিনের সেগমেন্টে ভাগ করে সেগমেন্টওয়ারি অনুমতি দিতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খনন কাজের পর্যায়ক্রমিক সেগমেন্টভিত্তিক অনুমতি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূর্ব থেকেই সম্পন্ন করে রাখতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশন আলোচনা করে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের সেগমেন্টভিত্তিক খনন কর্মসূচি বিবেচনায় নিতে পারে। এছাড়া বিশেষায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সামগ্রিক খনন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থা ও কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে খননের শর্তাবলি, সময় ইত্যাদি নির্ধারিত হতে পারে।

১.৪.২। প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান সড়কসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১.৪.৩। খনন কাজ অবশ্যই রাতের বেলায়, যখন যান চলাচল তুলনামূলক কম থাকে, সে সময়ে করতে হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে ওয়ানস্টপ সেলে আলোচনা সাপেক্ষে দিনের বেলায় খননের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খননের পূর্বে অবশ্যই সিটি কর্পোরেশন, ট্রাফিক পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

১.৪.৪। বর্ষা মৌসুম মে, জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে রাস্তার খনন কাজ পরিহার করতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে একান্তভাবে বর্ষা মৌসুমে কোন সড়ক খননের প্রয়োজন হলে খননকারী সংস্থাকে মূল ক্ষতিপূরণসহ ৫০% অতিরিক্ত ফি জমা প্রদান করতে হবে।

১.৪.৫। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই খনন কাজ শেষ করতে হবে, অন্যথায় সম্পূর্ণ জামানত জরিমানা হিসেবে বাজেয়াপ্ত হবে। যুক্তিসংগত কোন কারণে খনন কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হলে অনুমোদিত সময় শেষ হওয়ার ৫ দিন পূর্বেই আবেদনপূর্বক যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিয়ে বিনা জরিমানায় সময় বর্ধিত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কারণে ১ম বার সময় বর্ধিত করার পর পুনরায় সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রতিদিনের জন্য মূল ক্ষতিপূরণ বিলের ১% হারে জরিমানা আরোপ করে খননের মেয়াদ বর্ধিত করা যেতে পারে।

১.৪.৬। বিভিন্ন সংস্থা হতে সড়ক খননের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদারের চুক্তিতে আলোচ্য খনন নীতিমালায় উল্লিখিত সকল শর্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে এবং চুক্তিতে এ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শর্ত ভঙ্গের জন্য আরোপযোগ্য জরিমানা/ শাস্তি খনন কাজের ঠিকাদারের উপর বর্তাবে, যা সংশ্লিষ্ট সংস্থা ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

১.৪.৭। প্রত্যাশী সংস্থার অতিজরুরি মেইনটেনেন্স কাজের জন্য সমন্বয় সেলের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। এসব ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী তাৎক্ষণিক অনুমোদনের ব্যবস্থা নিবেন। তবে এ নীতিমালার প্রযোজ্য অন্যান্য বিধান অনুসরণে খনন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১.৫। **খনন কাজ আধুনিকীকরণ:**

১.৫.১। খনন কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক অভিজ্ঞ ও দক্ষ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে খনন কাজ সম্পাদন করতে হবে।

১.৫.২। বিভিন্ন সংস্থার খনন কাজের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন Road cutter power saw shovel system, hydraulic excavator, mobile pile driving rig, hydraulic fitter, heavy duty mobile generator, walky-talky labour equipments (helmet hand gloves gum- boot, apron, light etc.) compactor, road vibrator, tyre roller dump truck ইত্যাদি সমৃদ্ধ হতে হবে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় Occupational Safety Equipment থাকা নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিয়োগ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১.৫.৩। Trench খননের ক্ষেত্রে সাইডওয়াল Protection এর জন্য Shoring pile driving কার্যক্রম অবশ্যই আধুনিক পদ্ধতিতে করতে হবে। গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করতে হবে।

১.৫.৪। প্রস্তাবিত খনন কাজ যে ঠিকাদার দ্বারা সম্পাদিত হবে তা খননের আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। কাজের তদারকিতে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নাম, ফোন নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে।

...দ ফয়জুল হক
উপসচিব
...নীয় সরকার বিভাগ
...জাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১.৬। ফুটপাতের নীচে বা সড়কের এক পার্শে ইউটিলিটি সার্ভিস স্থানান্তর/ স্থাপন:

১.৬.১। বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা তাদের সুবিধা/নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে সড়কের নীচে ইউটিলিটি সার্ভিস লাইন নির্মাণ অথবা পুরানো সার্ভিসের লাইন স্থানান্তর করে থাকে। এ কারণে একটি সড়ক খননকালে সমগ্র সড়কটি অকার্যকর হয়ে যায়। বিশ্বের সকল নগরীতে ইউলিটি সার্ভিসের লাইন ফুটপাতের নীচে Service duct নির্মাণ করে অথবা সড়কের এক পাশে ইউটিলিটি সার্ভিস স্থাপন করা হয়। রাজধানী ঢাকার গুরুত্ব বিবেচনায় ইউটিলিটি সার্ভিসের সম্প্রসারণ কালে যথাসম্ভব তা সড়কের এক পাশে বা ফুটপাতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে নগরীর প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কগুলোতে ইউটিলিটি সার্ভিসের সম্প্রসারণকালে তা ফুটপাতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৬.২। নতুন পরিকল্পিত সকল সড়কের উভয় পার্শে ফুটপাতের নীচে Service duct নির্মাণ করে ইউটিলিটি সার্ভিসের স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৭। ক্ষতিগ্রস্ত ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষতিপূরণ:

১.৭.১। একটি সংস্থার খনন কাজ পরিচালনা কালে অন্য সংস্থার ভূ-গর্ভস্থ সার্ভিস লাইন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। কোন ইউটিলিটি সার্ভিস বা লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করে চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৭.২। খনন কালে যদি ফুটপাত, সারফেস ড্রেন, রোড ডিভাইডার, গাছ এবং অপরাপর সংস্থার সুবিধাদি অর্থাৎ পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইন্টারনেট, গ্যাস ইত্যাদি লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূণের বিল সংশ্লিষ্ট সংস্থার বরাবরে পরিশোধ করতে হবে। যৌথ পরিমাপের ভিত্তিতে উক্ত ক্ষতিপূরণ বিল নির্ধারিত হবে।

১.৭.৩। কোন সংস্থা কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন যে কোন এলাকায় পূর্ববর্তী খনন কাজের পাওনা পরিশোধ বা অন্য সংস্থার ক্ষতিগ্রস্ত ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষতিপূরণ বিল পরিশোধ না করা হলে উক্ত সংস্থাটিকে পরবর্তীতে খনন কাজের অনুমতি প্রদান করা হবে না। ক্ষতিগ্রস্ত ইউটিলিটি সংস্থা হতে ছাড়পত্র প্রদানের পর পুনরায় অনুমতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১.৮। সড়ক উচুকরণ সংক্রান্ত:

খননকৃত সড়কের পুনঃনির্মাণ বা মেরামতকালে সড়কের Top surface উঁচু করা যাবে না। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে সড়কের Top surface সংস্কার/ মেরামত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মেরামত কালে সড়কের পুরানো/ক্ষতিগ্রস্ত Top surface অপসারণ করে তা পূর্বেকার সমতায় নির্মাণ/সংস্কার করতে হবে।

১.৯। সড়ক খনন সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার:

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সড়ক খননের অনুমোদন লাভের পর স্থানীয় জনসাধারণ ও নগরবাসীর সুবিধার্থে যে এলাকায় সড়ক খনন করা হবে সে এলাকা/সড়কের খনন কাজ শুরুর কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন আগে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় এলাকার জনসাধারণের সহযোগিতা চেয়ে মাইকিং ও লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। নাগরিকদের অভিযোগ/পরামর্শ জানানোর সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তিতে সিটি কর্পোরেশনের ও খননকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে। সড়ক খননের উদ্দেশ্য এবং খনন কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ জনসাধারণের অবগতির জন্য সাইটে সাইন বোর্ড প্রদর্শন করতে হবে (জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের বেলায় এটা প্রযোজ্য হবে না)।

১.১০। খনন সাইটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা:

খনন কাজ শুরুর ২৪ ঘন্টা পূর্বে সাইট/খনন এলাকার চতুর্দিকে নির্দিষ্ট ডিজাইনের হলুদ/ লাল ফিতা দ্বারা বেষ্টনী প্রদান করতে হবে। খনন সাইটে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ও সতর্কীকরণে উপযুক্ত Signal light স্থাপন করতে হবে। খনন কাজ শুরুর কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে স্থানীয় থানায় এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কে সড়ক খননের কর্মসূচি প্রদান করতে হবে। খনন কাজে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১.১১। **খননকৃত সড়কের পুনঃনির্মাণ (Final Restoration):**

১.১১.১। সড়ক খননকারী ব্যক্তি/সংস্থা থেকে খনন ফি/জামানত বাবদ আদায়কৃত সকল টাকা সিটি কর্পোরেশনের একটি আলাদা ব্যাংক হিসাব নম্বরে রাখা হবে। এ হিসাব নম্বরে সংরক্ষিত অর্থ কোন অবস্থাতেই অন্য কোন খাতে প্রদান করা বা ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সংস্থার জামানতের অর্থ সহজে ফেরৎ দেয়া যায় এবং সড়ক মেরামত কাজের বিল সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে সহজে পরিশোধ করা যায়।

১.১১.২। সিটি কর্পোরেশন খননকৃত সড়ক পুনঃনির্মাণের জন্য পিপিআর অনুসরণপূর্বক দরপত্র আহবান করে বার্ষিক প্যানেল ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করে রাখবে। খননকারী সংস্থার কার্যসম্পাদনের তিন দিনের মধ্যে সাইটের উপযুক্ততা বিবেচনায় ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করে সত্বর রাস্তার পুনর্বাসন (Final restoration) কাজ সিটি কর্পোরেশনের সিডিউলে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

১.১১.৩। সড়ক খননের পূর্বে যে Design Standard-এ ছিল খননের পর সড়কটি পিপিআর অনুসরণপূর্বক ঠিক সে Design Standard এ পুনঃনির্মাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সড়কের Top surface, Road median divider, intersection, footpath, surface drain, inspection-pit, catch pit, manhole, tree plantation ইত্যাদিসহ Road Geometry এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কম্পোনেন্ট যথাযথভাবে পুনর্বাসন (final restoration) সম্পন্ন করতে হবে।

১.১১.৪। প্রতিটি রাস্তায় খননের তথ্য দেয়ায় সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাস্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতিমূলক তথ্য উল্লেখ করতে হবে। খননকৃত রাস্তা মেরামতের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন/কার্যাদেশেও উক্ত তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

১.১১.৫। খননকৃত রাস্তাটি খননের পূর্বের Specification অনুযায়ী মেরামত করতে হবে।

১.১১.৬। কোন প্রত্যাশী সংস্থা তার খননকৃত সড়ক নিজ ব্যবস্থাপনায় পুনঃনির্মাণ/মেরামত করতে আগ্রহী হলে সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয় সেলে আবেদন করবে এবং সিটি কর্পোরেশন একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে অনুসরণীয় শর্ত এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করে অনুমতি প্রদান করবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তবে নির্ধারিত হারে জামানত প্রদান করতে হবে। পুনঃনির্মাণ/মেরামত কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হয়েছে কিনা, তা যৌথ জরিপের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। উল্লেখ্য, সমঝোতা স্মারক এই নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক সম্পাদন করতে হবে।

২.১। **ওয়ানস্টপ সমন্বয় সেল গঠন:**

উল্লিখিত বিষয়াদির নিরিখে বিভিন্ন সংস্থার সড়ক খননের জন্য আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উপযুক্ত ফি ও জামানত নির্ধারণের মাধ্যমে অনুমতি প্রদান, খনন ও পুনর্বাসন কাজ তদারকি (Top supervision) এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি ওয়ানস্টপ সমন্বয় সেল গঠন করা হবে। এ কমিটিকে সহায়তা প্রদানে এক/একাধিক মনিটরিং সেল কাজ করবে। প্রতিটি খননকারী সংস্থা এ মনিটরিং সেলের নিকট আবেদন করবে এবং মনিটরিং সেল আবেদনগুলো পর্যালোচনা করে আবেদন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে। সিটি কর্পোরেশন উক্ত সেলকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। সমন্বয় সেল এর গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

<u>ওয়ান স্টপ সমন্বয় সেল:</u>

(ক)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	-	সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
(গ)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পুর/বিদ্যুৎ, সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
(ঘ)	ঢাকা ওয়াসা (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(ঙ)	ডিপিডিসি (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(চ)	ডেসকো (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(ছ)	বিটিসিএল (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(জ)	তিতাস গ্যাস (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(ঝ)	ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক), (সংশ্লিষ্ট কার্যএলাকা হিসেবে)	-	সদস্য
(ঞ)	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(ট)	বিটিআরসি (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(ঠ)	পরিবেশ অধিদপ্তর (উপযুক্ত প্রতিনিধি)	-	সদস্য
(ড)	প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য-সচিব

আ ন ম ফয়জুল হক
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কার্যপরিধি:

(ক) সড়ক খননের জন্য বিভিন্ন সংস্থার মহাপরিকল্পনা এবং প্রকল্প ভিত্তিক/বছরভিত্তিক পরিকল্পনা এবং আবেদনপত্র পরীক্ষা ও সমন্বয়;

(খ) আবেদনকারীর প্রাক-খনন, প্রস্তাবিত খনন পদ্ধতি, কর্মসূচি এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়াদি ও কলাকৌশল পর্যালোচনাপূর্বক খননের ফি, জামানত এবং সময়সীমা নির্ধারণ;

(গ) খনন ও পুনর্বাসন কাজের Top supervision;

(ঘ) প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর সমন্বয় সেল সভায় মিলিত হয়ে মেয়র, সিটি কর্পোরেশন বরাবরে সুপারিশ/প্রতিবেদন পেশকরণ ও খননের অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ;

(ঙ) সমন্বয় সেল এ কাজের সুবিধার্থে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে বা সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

(চ) যে কোন সড়ক খননের অনুমতির বিষয়ে সকল সংস্থাকে সভায় অবহিত করা ও সমন্বয় করা।

(ছ) প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনগণকে খনন সম্পর্কে অবহতিকরণ নিশ্চিত করা;

(জ) বিবিধ।

৩.০। সড়ক খনন ও তা মেরামত কাজ পরিবীক্ষণ:

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক কর্পোরেশন এলাকায় সড়ক খনন ও খনন পরবর্তী মেরামত কাজ সড়ক খনন নীতিমালায় বর্ণিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা- তা নিশ্চিত করার জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি অঞ্চলে নিম্নরূপ একটি মনিটরিং সেল থাকবে:

(ক)	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সংশ্লিষ্ট কার্যএলাকা হিসেবে)	-	সদস্য
(খ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন (সংশ্লিষ্ট কার্যএলাকা হিসেবে)	-	সদস্য
(গ)	আবেদনকারী সংস্থার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঘ)	সহকারী প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন (সংশ্লিষ্ট কার্যএলাকা হিসেবে)	-	সদস্য-সচিব

মনিটরিং সেল এর কার্যপরিধি:

(ক) সড়ক খনন ও মেরামত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনসহ বিভিন্ন সংস্থার কাজের সমন্বয়;

(খ) অনুমোদিত কর্মসূচি অনুযায়ী খনন কাজের বাস্তবায়ন এবং খনন পরবর্তী মেরামত মনিটরিং;

(গ) সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সমন্বয় সেলের নিকট খনন ও মেরামত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ এবং

(ঘ) প্রতিটি সড়ক খননের জন্য একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা।

৩.১। খড়ক খননের ক্ষেত্রে খননকারী সংস্থা বা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কোন শর্ত ভঙ্গ হলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা তা সঙ্গে সঙ্গে মনিটরিং সেলকে অবহিত করবেন। যথাসময়ে অবহিতকরণে ব্যর্থতার জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর শর্ত ভঙ্গের বিষয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মনিটরিং সেল দায়ী থাকবে।

৪.০। সড়ক খননের আবদেনপত্রের নিষ্পত্তি:

(ক) বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সড়ক খননের আবেদন সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর পেশ করতে হবে।

(খ) নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন বরাবর উপস্থাপন করবেন।

(গ) প্রধান প্রকৌশলী উক্ত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে প্রধান সড়কসমূহের খনন আবেদন ওয়ানস্টপ সেলের মাধ্যমে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্যান্য সড়কের ক্ষেত্রে ওয়ানস্টপ সমন্বয় সেলের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। ।

উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) অতি জরুরি প্রয়োজনে প্রধান সড়ক এবং অন্যান্য সড়কে ব্যক্তি পর্যায়ে ছোট পরিসরের খননের অনুমতির ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণ করে ওয়ানস্টপ সেলের সভা ছাড়াই প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৩(তিন) দিন সময় দিয়ে আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক খননের অনুমতি ও মেরামতের ব্যবস্থা করবে।

(ঙ) প্রতিটি খনন কাজে ডিমান্ড নোটে উল্লিখিত রাস্তার খনন ফি ডিমান্ড নোট প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্পোরেশনের তহবিলে জমা দিয়ে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় পুনঃঅনুমোদন গ্রহণ করে খনন ফি জমা দিতে হবে।

(চ) কোন কারণে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সড়ক খননের অনুমতি প্রদান করা না গেলে অথবা অনুমতি প্রদানে বিলম্ব হলে তার কারণ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে।

৫.০। **সড়ক খননের কাজের ব্যবস্থাপনা ও শর্তাবলি:** বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিশিষ্ট- 'ক' এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী সড়ক খননের আবেদন করতে হবে এবং আবেদনের সাথে পরিশিষ্ট- 'খ' এ বর্ণিত SOP অঙ্গীকারনামার আকারে স্বাক্ষরপূর্বক আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। SOP-তে বর্ণিত শর্তাবলী আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় হবে।

৬.০। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রেট অনুযায়ী সড়ক খনন ফি আদায় করতে হবে।

৭.০। এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন, সড়ক খননের বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা/ অনুশাসন অনুসরণীয় হবে।

আ ন ম ফয়জুল হক
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

............সিটি কর্পোরেশন
সড়ক খননের আবেদন পত্র
(বিভিন্ন সংস্থা)

১। আবেদনকারীর নাম: ....পদবি ....
২। সংস্থার নাম ও ঠিকানা: ....
৩। সড়কের নাম: ....
(হোল্ডিং নম্বর সহ)...
৪। সড়ক খননের উদ্দেশ্য: ....
৫। খননের বিবরণ:

রাস্তার প্রকৃতি	রাস্তার ধরন (প্রাইমারী/অন্যান্য সড়ক)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ (মিটার)	গভীরতা	পরিমাণ (কি:মি:)	মন্তব্য
আর সি সি						
সি সি						
বিটুমিন						
ব্রিক পেভমেন্ট						
কাঁচা						
অন্যান্য						

৬। সড়কের নকশার বিবরণঃ-
(As-built নকশা, Trench plan, shoring plan, Traffic Management Plan, মাটি/রাবিশ অপসারণের Removal plan ইত্যাদি)
৭। ১৫ দিনের সেগমেন্ট অনুযায়ী সড়ক খনন কর্মসূচি ও পদ্ধতির বিবরণ:
(ক) কি পদ্ধতিতে সড়ক খনন করা হবে:
(খ) যন্ত্রপাতির বিবরণ:
(গ) সাইটে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম: ....
পদবি: ....
ফোন নম্বর: ....
(ঘ) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও মালিকের নাম: ....
ফোন নম্বর: ....
(ঙ) নিয়োজিত শ্রমিকের বিবরণ ও সংখ্যা: ....
(চ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা: ....

৮। শর্তাবলি সংযুক্ত।
উপরোক্ত বিবরণাদি সঠিক, সত্য। সিটি কর্পোরেশনের ‘‘সড়ক খনন নীতিমালা’’ মেনে সড়ক খনন করতে বাধ্য থাকব।

তারিখ: ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও
সীল

আ ন ম ফয়জুল হক
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিশিষ্ট- 'খ'

খনন কাজের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিপালনীয় প্রমিত শর্তাবলি
(Standard Operating Procedure)

আমি .... পদবি .... সংস্থা ....
ঠিকানা .... সংস্থার পক্ষে এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, খনন কাজের বাস্তবায়ন এবং খননকৃত সড়কের পুনর্বাসনে নিম্নোক্ত Standard Operating Procedure বা প্রমিত শর্তাবলি মেনে চলব।

১। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যে সময়ে এবং সময়সীমার মধ্যে খনন করতে নির্দেশনা দিবে তদানুযায়ী কাজটি বাস্তবায়ন করব।

২। খনন কাজের অনুমতি লাভের পর তা স্থানীয় জনগণকে যথারীতি অবহিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে খনন কাজের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সাইটে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হবে। এ সাইনবোর্ডে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হবেঃ

- বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম,
- খনন কাজের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য,
- জনগণের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ,
- মোট খনন কাজের দৈর্ঘ্য ও কাজ সমাপ্তির তারিখ,
- সিটি কর্পোরেশন ও খননকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা।

৩। খনন কাজ শুরুর ন্যূনতম ৩ (তিন) দিন আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার, সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাইকিং এবং স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা হবে।

৪। সড়ক খনন কাজ শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) এবং স্থানীয় থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে অবহিত করা হবে।

৫। খনন সাইটের চতুর্দিকে নির্ধারিত ডিজাইন ফিতা দ্বারা বেষ্টনী/signal light স্থাপন করা হবে।

৬। খনন কাজ রাত্রে করা হবে এবং দিনের বেলায় যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে রাখা হবে। রাত্রিকালীন খননের সময় পর্যাপ্ত বাতি এবং signal light এর ব্যবস্থা রাখা হবে। রাতের বেলা লাল বাতি ও দিনের বেলা হলুদ বাতির ব্যবস্থা করা হবে।

৭। খনন কাজ চলাকালীন এবং পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর পর্যন্ত সাইটে ধুলা-বালি উড়ে যাতে জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি না করে, তার জন্য নিয়মিত ও প্রয়োজন মোতাবেক রাস্তায় পানি ছিটানো হবে।

৮। Cross-cutting এ অবশ্যই প্রয়োজনীয় পুরুত্বের এম.এস. সিট ব্যবহার করে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৯। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্তিকল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

১০। খনন সাইটে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি করে এমন কোন নির্মাণ সামগ্রী বা মালামাল মজুদ করা হবে না। খনন ও পুনর্বাসন সাইটে সংস্থার মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলী ও অন্যান্য কারিগরী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উপস্থিত রাখা হবে।

১১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই খনন কাজ শেষ করা হবে। যুক্তিসংগত কোন কারণে খনন কাজ সম্পাদনে বিলম্বিত হলে নীতিমালার শর্তাবলি অনুসারে জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকব।

১২। খননকৃত মাটি, রাবিশ ইত্যাদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপসারণ করা হবে। অন্যথায় নীতিমালার শর্ত মতে জামানত থেকে পরিবহন ব্যয় কর্তনে সংস্থা বাধ্য থাকবে।

১৩। খনন কাজ সম্পন্নের পর পর trench বালি দ্বারা ভরাট ও compaction করা হবে।

১৪। আড়াআড়ি খননের ক্ষেত্রে খনন শেষে ভরাটকৃত trench এর উপর brick soling ও herring bond করে/এম.এস সিট দিয়ে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে দেয়া হবে।

১৫। খনন কাজ শেষে সিটি কর্পোরেশনকে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সড়ক যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাখা হবে।

১৬। খননকালে খননকৃত স্থানে যে কোন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকব এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব।

ড. ন ম ফয়জুল হক
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

অন্যান্য সংস্থার ভূ-গর্ভস্থ সার্ভিস লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর দায় দায়িত্ব বহন করব এবং ক্ষতিগ্রস্ত লাইন জরুরি ভিত্তিতে মেরামতপূর্বক সক্রিয়করণে বাধ্য থাকব।

১৮। খনন কালে ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাত, সারফেস ড্রেন, রোড ডিভাইডার, গাছ ইত্যাদিসহ অপরাপর সংস্থার ইউটিলিটি সার্ভিসের নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ বিল প্রদানে বাধ্য থাকব।

১৯। খনন কালে সাইটে সংস্থার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন এবং সড়ক খনন সংক্রান্ত অনুমোদনের কপি অবশ্যই সঙ্গে রাখা হবে। সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক তা প্রদর্শন করা হবে এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য থাকব।

২০। খনন কাজ শেষে যৌথ পরিমাপের ভিত্তিতে অনুমতির অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত/খননের বিল মীমাংসা করা হবে এবং সে অনুযায়ী জামানতের অর্থ ফেরৎ/ অতিরিক্ত অর্থ জমা দেয়া হবে।

২১। সড়ক খনন নীতিমালায় বর্ণিত সকল শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

২২। সিটি কর্পোরেশন কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক খনন কাজ স্থগিত/অনুমোদন বাতিল করলে তা বিনা শর্তে মেনে নিব।

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

নাম: ....

পদবি: ....

টেলিফোন নম্বর: ....

(বিভাগীয়/সংস্থার প্রধানের স্বাক্ষর)

নাম: ....

ঠিকানা: ....

আ ন ম ফয়জুল হক
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার